ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩০৪

আগরতলা, ২১ এপ্রিল, ২০১৮

জিবি হাসপাতালে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

জিবি হাসপাতালে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে জিবি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্য কর্মীদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। যে সমস্ত কর্মীদের কাজের প্রতি অনীহা রয়েছে তাদেরকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সেবামূলক মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। আজ আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ কাউন্সিল রুমে জিবি হাসপাতালের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর এক পর্যালোচনা সভায় এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে যে সমস্ত দপ্তরে বিভিন্ন পদাধিকারীরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে মন্ত্রীদের ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলে সমমানসিকতা নিয়ে কাজ করলে রাজ্যের কল্যাণ এবং উন্নতি হবে। এই কর্মসংস্কৃতি যদি জিবি হাসপাতালে গড়ে উঠে তাহলে সমস্ত সমস্যা সমাধান করা যাবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, রাজ্যের প্রতিটি জেলা হাসপাতালগুলিকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। যাতে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া জিবিতে রেফার না করা হয়। এতে জিবি হাসপাতালের উপর চাপ অনেকটাই কমে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জিবি হাসপাতালে রোগীদের যে খাবার দেওয়া হয় তার গুণগতমান বজায় রাখা জরুরী। প্রয়োজনে চিকিৎসকরাও যাতে এই খাবার খেতে পারেন সে জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। এতে করে চিকিৎসকরা রোগীদের প্রতি বেশি সময় দিতে পারবেন।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং নার্সদের সেবামূলক মানসিকতা তৈরী করে প্রতিযোগিতামূলক কর্মসংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। যারা ভাল কাজ করবে তাদেরকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হবে। রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবার জন্য হাসপাতালের প্রতিটি ওয়ার্ড এবং ল্যাবগুলিতে একটি করে মোবাইল ফোন দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী জিবি হাসপাতাল কমপ্লেক্সে সিসি ক্যামেরা বসানোর জন্য দ্রুত উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী আগামী এক মাসের মধ্যে জিবি হাসপাতাল কমপ্লেক্সে ফুল ও ফোয়ারার মাধ্যমে সৌন্দর্যায়ণ বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ জন্য তিনি পূর্ত ও উদ্যান দপ্তরের সহায়তা নিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

**২য় পাতায়

জিবি হাসপাতালে রাত্রিতে সমাজদ্রোহী কার্যকলাপ বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মীসহ বাইরে থেকে যে সমস্ত আয়া আসছে তাদেরকে আই-কার্ড দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী জিবি হাসপাতালের ভেতরে গাড়ী পার্কিং-এর অব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পার্কিং পয়েন্টে গাড়ী রাখার ব্যবস্থা করতে মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলেন। হাসপাতাল কমপ্লেক্সে যাতে কোন ধরণের অবৈধ গাড়ী স্ট্যান্ড না থাকে সেই দিকেও তিনি লক্ষ্য রাখতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা সরকারী মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের যেন জলের সমস্যা না হয়, শৌচালয়গুলি যাতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সেইদিকে কর্তৃপক্ষকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসার জন্য অতি সহজে প্রয়োজনীয় সরকারী আর্থিক সহায়তা হাসপাতাল থেকে যেন পেতে পারেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকগুলি ক্ষতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রধান সচিব এল কে গুপ্তাকে নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী জিবি হাসপাতালে মেডিকেল বিভাগের বর্তমানের আই সি ইউনিটের দ্রুত সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এজন্য প্রয়োজনে বর্তমান আই সি ইউনিটটিকে অস্থায়ীভাবে অন্যত্র সরিয়ে আনতে মেডিকেল সুপারকে নির্দেশ দিয়েছেন।

আজকের এই পর্যালোচনা বৈঠকে স্বাস্থ্যদপ্তরের সচিব সমরজিৎ ভৌমিক জিবি হাসপাতালে রোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান এবং আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার উল্লেখ করে বলেন, রোগীদের জন্য তিন হাজার বেডশিট ক্রয় করা হয়েছে। জিবি হাসপাতালকে ইে হাসপাতাল করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রোগীদের ঔষধ পাওয়ার ক্ষেত্রে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, হাসপাতালের কর্মীদের বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। হাসপাতাল কমপ্লেক্সে এল ই ডি লাইট ব্যবহার করারও উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। বৈঠকে রাজ্য সরকারের প্রধান সচিব এল কে গুপ্তা, আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা ডা. শিখা দাস, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা জে কে দেবভার্মা, জিবি হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা. সুব্রত বৈদ্য সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

****